দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 14 MAY 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৫ কলাম ... ৭ ...

মেলান্দহ (জামালপুর): দু'দফা ভূমিকম্পে মেলান্দহের পশ্চিম বাঘাডোবা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনে ফাটল ধরায় শিক্ষার্থীরা গাছতলায় লেখাপড়া করছে -ইত্তেফাক

মেলান্দহে ভূমিকম্পে ৪টি স্কুলসহ ২টি সরকারি স্থাপনায় ফাটল

■ মো: শাহ্ জামাল, মেলান্দহ (জামালপুর) সংবাদদাতা

দু' দফা ভূমিকম্পে জামালপুরের মেলান্দহের ৪টি প্রাইমারি স্কুল, উপজেলা ভূমি অফিস এবং একটি ইউনিয়ন পরিষদের ভবন ফেটেগেছে। জানাগেছে, শেষ ভূমিকম্প হয় গত ১২ মে বেলা ১টা ৮ মিনিটে। দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় মেলান্দহেও এ ভূমিকম্প হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের মধ্যে পশ্চিম বাঘাডোবা, মল্লিকাডাঙ্গা, বীরসকুনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নামাবন্দ কমিউনিটি স্কুল, উপজেলা ভূমি অফিস এবং ১০নং ঝাউগড়া ইউপি ভবন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে নামাবন্দ কমিউনিটি স্কুলটি ১মাস আগে উদ্বোধন করা হয়েছে। বাকিগুলো পুরনো ভবন।

ভূমিকম্পের পর থেকেই আর্তংকিত স্কুলের শিক্ষার্থীরা ক্লাশে প্রবেশ করছে না। ভূমিকম্পের পরপরই প্রাইমারি লেভেলের অনেক শিক্ষার্থী স্কুল ছুটির আগেই বাড়িতে চলে যায়। খোঁজনিয়ে জানাগেছে, ভবন ধসের আশংকায় শিক্ষকরা ক্লাশ নেয়ারও ঝুঁকি নিচ্ছেন না। সরেজমিন ঘুরে দেখাগেছে, ইতোমধ্যেই পশ্চিম বাঘাডোবা, বীরসকুনা ও মল্লিকাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গাছতলায় পাঠদান চলছে। বর্ষাকালে আকাশে মেঘ দেখলেই স্কুল ছুটি হচ্ছে। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মঈন উদ্দিন জানান- তার স্কুলটি ১৯২৯ সালে স্থাপিত হয়। ২০০৬ সালে পিডিপি-২ প্রকল্পের ১৩ লাখ টাকায় এলজিইডির তত্ত্বাবধানে ভবনটি নির্মাণ করেছিল। ভূমিকম্পে ভবনটি একদিকে হেলেগেছে। অপরদিকে ফ্লোর দেবেগেছে। এতে দরজা-জানালার জয়েন্ট খুলেগেছে। দু'দিনের ভূমিকম্পেই ভবনটি অচল। কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। প্রধান শিক্ষক হারুন অর রশিদ জানান-৪ শতাধিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে এখন বিপাকে আছি। ক্লাশ চলছে গাছতলা-বাঁশতলায়।

পিডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় ৪ লাখ ৯৫ হাজার টাকায় বীরসকুনা স্কুলটি নির্মিত হয় ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে। এই স্কুলেরও একই অবস্থা। অপরদিকে একই প্রকল্পের ৪২ লাখ টাকায় নামাবন্দ কমিউনিটি স্কুলের নবনির্মিত ভবনটি একমাস আগে উদ্বোধন করা হয়।

যথারীতি পাঠদান চলছিল। এখন ভবনটিও ফাটল ধরেছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা আতংকে আছে। উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানাগেছে, ফাটলকৃত ভবনের তালিকা তৈরি হচ্ছে। ফাইল যথারীতি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে চলে যাবে। ইতোমধ্যেই ভবন পরিদর্শন করা হয়েছে।